82681 - কাফরে শাসকরে হাতে বাইআত করা কি জায়যে?

প্রশ্ন

প্রশ্ন: কোন কাফরে শাসকরে হাতে বাইআত করা কি জায়যে?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

আলহামদুলল্লিাহ।

বাইআত হচ্ছে- আনুগত্য করার প্রতশ্রিুতি। এটি বাইআতকারী ও বাইআতগ্রহণকারীর মধ্যে আইনানুগ চুক্তি।
বাইআতগ্রহণকারী হচ্ছে- আমীর কংিবা খলফিা।

আহলে হল্লি ওয়া আকদ কর্তৃক খলফিা মনোনীত করার মাধ্যমইে বাইআত সংঘটতি হয়; আহলে হল্লি ওয়া আকদ বলা হয় ঐ সমস্ত ব্যক্তবিির্গকে যাদরে মধ্যে আমানতদারতিা ও নীতনির্িধারণরে যোগ্যতা রয়ছে।

‘আল-মাওসুআ আল-ফকিহয়্যিা’ গ্রন্থে (৯/২৭৪) এসছে-

বাইআতরে পারভিাষকি সংজ্ঞায় ইবনে খালদুন তাঁর ‘মুকাদ্দমিা’ গ্রন্থে বলনে: আনুগত্যরে প্রতশ্রিুতি গ্রহণ; যনে বাইআতকারী আমীররে সাথে এ মর্মে চুক্তবিদ্ধ হচ্ছনে য, তার নজিরে ব্যাপারে ও মুসলমানদরে ব্যাপারে সদ্ধিান্ত দয়োর অধকিার আমীরকে প্রদান করা হল। এ ব্যাপারে তার সাথে দ্বন্দ করবে না। এমনকি সুখ-দুঃখ সর্বাবস্থায় আমীর কর্তৃক যে দায়ত্বি প্রদান করা হয় সক্ষেত্রেে তার আনুগত্য করব। লোকেরো যখন আমীররে হাতে বাইআত করত: তখন তারা আমীররে হাতে হাত রাখত। তাই এটি যনে বক্রিতো ও ক্রতোর চুক্তরি মত। হাতে হাত রখেে মুসাফাহা এর মাধ্যমে বাইআত সংঘটতি হয়।[সমাপ্ত]

উল্লখেতি গ্রন্থে (৯/২৭৮) আরও এসছে:

আহলে হল্লি ওয়া আকদ কর্তৃক ইমাম (রাষ্ট্রপ্রধান) মনোনীত করা ও তাদরে বাইআতরে মাধ্যমইে তাঁর ইমামত ও খলিাফতরে বাইআত সংঘটতি হয়। আহলে হল্লি ওয়া আকদ হচ্ছে- আলমে শ্রণেী ও নীতনির্িধারক শ্রণেী। যাদরে মাঝে ইলমরে সাথে আমানতদারতিা, ন্যায়পরায়নতা ও সদ্ধিান্ত দয়োর যোগ্যতা রয়ছে।[সমাপ্ত]

আহলে হল্লি ওয়া আকদ এর সদস্যদরে মধ্যে যমেন কছিু গুণাবলি থাকা শর্ত ঠকি তমেনি বাইআত গ্রহণকারী খলফিার

মধ্যওে কছিু গুণাবলি থাকা শর্ত। এর মধ্যে কছিু গুণাবলি নয়িে মতভদে আছ; আর কছিু গুণাবলি সর্বসম্মত। খলফিা মুসলমি হতে হবে এ ব্যাপারে আলমেদরে কারো মাঝে কোন দ্বমিত নইে। কারণ বাইআত গ্রহণ করার দাবী হচ্ছ- আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন করা, দণ্ডবধিি কায়মে করা, রাষ্ট্ররে সীমান্ত সংরক্ষণ করা। তাই একজন কাফরে কভিাবে আল্লাহর আইন কায়মে করবে এবং এ কাজগুলো বাস্তবায়ন করব?! বরঞ্চ যে খলফিা মুসলমি ছলি; কন্তিু সে কাফরে হয়ে গছেে তাহলে তার কুফরীর কারণে তাকে পদচ্যুত করা হব।

ইবনে হাজম (রহঃ) খলফিা হওয়ার শর্তগুলো উল্লখে করতে গয়িে বলনে:

মুসলমি হওয়া। কারণ আল্লাহ তাআলা বলনে: "আল্লাহ কখনইমুসলমিদরে বরিুদ্ধে কাফরেদরে জন্য কোন পথ রাখবনেনা।"।[সূরা নসিা, আয়াত: ১৪১] খলিাফত হচ্ছ- সবচয়েে বড় পথ। এছাড়াও আল্লাহ আহলে কতিাবদরেকে ছোট করে রাখার এবং তাদরে নকিট থকেে জযিয়িা আদায় করার নর্দিশে দয়িছেনে।[সমাপ্ত; আল-ফাসলু ফলি মলিাল ওয়াল আহওয়া ওয়ান নহিাল (৪/১২৮)]

ইমাম নববী বলনে:

কাযী বলনে: আলমেগণরে ইজমা অনুযায়ী কোন কাফরেরে ইমামত ও খলিাফত সংঘটতি হবে না। যদি খলফিার মধ্যে নতুনভাবে কুফরী প্রবশে করে তাহলে তাকে পদচ্যুত করা হব।[সমাপ্ত; শারহু মুসলমি (১২/২২৯)]

আল-মাওসুআ আল-ফকিহয়িযা (৬/২১৮) তে এসছে:

ফকিাহবদিগণ খলফিা হওয়ার জন্য কতগুলো শর্ত করে থাকনে। এর মধ্যে কছিু শর্ত আছে সর্বসম্মত; আর কছিু শর্ত নয়িে মতভদে আছ। খলফিা হওয়ার জন্য সর্বসম্মত শর্তরে মধ্যে রয়ছে:

১. ইসলাম। এটি সাক্ষ্য গ্রহণ করা ও কারো অভভিাবকত্ব গ্রহণ করার ক্ষত্রেওে শর্ত। যে কাজগুলো খলিাফতরে চয়েে অনকে কম গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ তাআলা বলনে: "আল্লাহ কখনইমুসলমিদরে বরিুদ্ধে কাফরেদরে জন্য কোন পথ রাখবনেনা।"।[সূরা নসিা, আয়াত: ১৪১] যমেনটি ইবনে হাজম বলছেনে: ইমামত বা খলিাফত হচ্ছ- সবচয়েে বড় পথ এবং যাতে করে মুসলমি খলফিা মুসলমানদরে সুবধিাগুলোকে অগ্রাধকিার দতিে পার।[সমাপ্ত]

উপরোক্ত আলোচনার ভত্তিতিে: কাফরে শাসকরে হাতে বাইআত করা নাজায়যে।

আল্লাহই ভাল জাননে।